যায়যায়দিন

4 JAN 2013

শিবির দমনে পুলিশের গ্রেনেড গ্যাস ব্যবহার শুরু

বাংলানিউজ

রাজধানীসহ সারাদেশে এবার শিবির দমনে 'গ্রেনেড' ব্যবহার করছে পুলিশ। অন্য সময় বিরোধী দলের বিশেষ করে শিবির-জামায়াতের মিছিল সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ, টিয়ারশেল, জলকামান, রাবার বুলেট এবং গুলি ব্যবহার করলেও শিবির ঠেকাতে সম্প্রতি পুলিশ এ বিশেষ ধরনের 'গ্রেনেড' ব্যবহার শুরু করেছে।

এ বিষয়ে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার আবদুল জলিল মণ্ডল বলেন, 'জামায়াত-শিবিরকর্মীরা যেভাবে রাস্তায় নেমে গাড়ি ভাংচুর, পুলিশের ওপর হামলা করছে তাতে করে তাদের প্রতিহত করতে সবকিছুই ব্যবহার করা হবে। তারা রাস্তায় নামলেই দমনে : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

দমনে : শিবির

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু করে। সুতরাং আমরা তাদের প্রতিহত করব। এটা যেভাবেই হোক।'

বুধবার ট্রাইব্যুনাল বাতিলের দাবিতে রাজধানীর মালিবাগে জামায়াত-শিবির মিছিল বের করলে পুলিশ তাদের ঠেকাতে গুলি ও গ্রেনেড গ্যাস ব্যবহার করে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে ডা. তাহেরের মুক্তির দাবিতে রাজধানীর মহাখালী এলাকায় শিবির আবারো মিছিল বের করলে সেখানেও পুলিশকে সাউন্ড গ্রেনেড ও গ্রেনেড গ্যাস ব্যবহার করতে দেখা যায়। এ সময় পুলিশের হাতে 'গ্রেনেড' সদৃশ বস্তু দেখে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়।

এদিকে, একইদিন মতিঝিল এলাকায় শিবির আরেকটি ঝটিকা মিছিল বের করে ব্যাপক ভাংচুর শুরু করলে সেখানেও সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করা হয় বলে পুলিশ সূত্র নিশ্চিত করেছে। সূত্র জানায়, সিলেটে জামায়াতের এক মিছিলে পুলিশ সর্বপ্রথম এ ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহারের ফলে শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং গ্রেনেড গ্যাস ব্যবহারের ফলে শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে। তাছাড়া পরিবেশেরও ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি বানচালে এবারই প্রথম পুলিশের হাতে এ ধরনের বস্তু দেখা যাচ্ছে।

এ সম্পর্কে শিবিরের প্রচার সম্পাদক আবু সালেহ মো. ইয়াহিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বিরোধী দলের কর্মসূচি বানচালে এ ধরনের মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর অস্ত্র ব্যবহারের কোনো নজির নেই। সরকার এ জাতীয় ভয়ঙ্কর বস্তু পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে পুলিশের মর্যাদাহানি করছে। এটি মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এ ব্যাপারে মানবাধিকার কর্মী, ও পরিবেশবাদীদের সোচ্চার হতে হবে। তিনি বলেন, সরকার যদি এভাবে জামায়াত-শিবির দমন করতে চায়, তাহলে এটা তাদের জন্য এক সময় বুমেরাং হবে।

বিষয়টি স্বীকার করে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার পুলিশ কর্মকর্তা ওসি আবু আহমদ ফারুক বলেন, আমরা চার্জ করার জন্য নিয়ম মেনেই প্রয়োজন মাফিক শর্টগান, সাউন্ড গ্রেনেড ও গ্রেনেড গ্যাস ব্যবহার করছি।

এ ব্যাপারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী প্রচার সম্পাদক মতিউর রহমান আকন্দ বলেন, সরকার পুলিশকে রক্ষী বাহিনীতে রূপান্তর করতেই এ ধরনের ভয়ঙ্কর অস্ত্র তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। জামায়াত-শিবিরের মিছিলে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে সরকার ন্যক্কারজনক অধ্যায়ের সূচনা করেছে।